পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)

ই নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২২

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

এপ্রিল ২০২৩

"বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী",
"গণহত্যা দিবস" এবং
"মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস" উপলক্ষ্যে
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ও
সকল বীর শহীদদের প্রতি

পদক্ষেপ পরিবারের

শ্রদ্ধা

"স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন ও বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিন"

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, প্রোগ্রাম উইং, প্রধান কার্যালয়।

ভূমিকা

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ এর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে "স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিন, শিশুদের চোখে সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন"-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবারের শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন দেশব্যাপি পালন করেছে জাতি। আর এই প্রতিপাদ্যের উপর আলোকপাতের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন দেখার যৌক্তিকতা

আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ আমাদের দেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা ও পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত, কেননা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রুপান্তরিত হয়েছে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রুপান্তরের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে দেশকে অনেকটাই উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে হবে। আগামীতে যে সব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে, তারাই ব্যবসা বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশের' ধারণা

'স্মার্ট বাংলাদেশ' হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরের পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তি নির্ভর, নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবেন অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের এক সুবর্ণ সুযোগ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ ডিসেম্বর ২০২২ সালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সর্বপ্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলেন।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ধারণার ভিত্তি হবে চারটি। সেগুলো হচ্ছে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রুপান্তর সহজ হবে। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকারের মাধ্যমে সব সেবা ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশের' অগ্রাধিকার খাতসমূহ

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি প্রেরণাদায়ী অঙ্গীকার ছিল। ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল তাতে বলা হয়েছিল আগামী ২০২১ সাল হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' যা রূপকল্প ২০২১' নামে পরিচিত।

২. ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব। এই বাস্তবতার সামনে বর্তমান সরকারের নতুন লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার। ভবিষৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী। এই আলোকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার অগ্রাধিকার খাতসমূহ হবে স্মার্ট গ্রাম, স্মার্ট শহর, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট যোগাযোগ, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, স্মার্ট নগর প্রশাসন, স্মার্ট জনপ্রশাসন, স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট জননিরাপত্তা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট পরিবেশ, স্মার্ট অবকাঠামো, স্মার্ট কমিউনিটি, স্মার্ট বিজনেস, স্মার্ট সাপ্লাই চেইন ইত্যাদি। এগুলো প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং প্রতিটি খাত হবে স্মার্ট।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার রূপরেখা

১. বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল যা এখন দৃশ্যমান। অনেক উন্নত দেশের তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি এটা সত্য তথাপি যতটুকু অর্জিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। গত দুই বছর ধরে চলা করোনা মহামারি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও অনেক কম ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে সুন্দরভাবে সামাল দিয়েছে যার অন্যতম কারণ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল।

২. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সবেমাত্র 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার শ্লোগান দেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়ন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং সময় সাপেক্ষও বটে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়া সম্ভব বলে আশা করা যায়। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান করে উঁচ্চ পর্যায়ের 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার কার্যক্রমকে তদারকি করা হচ্ছে।

৩. স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রথম কাজ হবে প্রত্যেক নাগরিকের সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল ডাটাবেইজ তৈরী করা।

৪. ডিজিটাল কানেকটিভিটি তথা ইন্টারনেট সংযুক্তিকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চাবিকাঠি বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে ব্রডব্যাণ্ড ইন্টারনেটের ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা হবে।

৫. 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচির আওতায় শহরের সব সুযোগ-সুবিধা গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হবে। ঢাকা কেন্দ্রিক নগরায়নের পরিবর্তে নগর কেন্দ্রিক সুষম উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হবে।

৬. প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেয়া হবে। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত প্রযুক্তি নির্ভর ল্যাব স্থাপন করা হবে। শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিতে ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম এর আওতায় শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ই-এডুকেশন।

৭. বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৮. দক্ষতাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গঠনে বাংলাদেশকে জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা হবে।

৯. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তি নির্ভর করা হবে এবং ই-স্বাস্থ্যসহ সবক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে।

১০. কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি নির্ভর করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১১. অর্থনীতি ব্যবস্থাপনাকে ই-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা হবে যেখানে সম্পূর্ণভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে বাস্তবায়িত হবে।

১২. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হবে।

১৩. দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি নির্ভর করা হবে। জিডিপিতে অবদান বাড়াতে এন্টারপ্রাইজভিত্তিক ব্যবসাগুলোকে বিনিয়োগ উপযোগী স্টার্টআপ হিসাবে প্রস্তুত করা হবে।

১৪. দেশের প্রতিটি জেলায় আইটি ট্রেনিং সেন্টার এবং ডিজিটাল লিডারশীপ একাডেমী স্থাপন করা হবে।

১৫. সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসা হবে এবং সকল ডিজিটাল আইন, ডিজিটাল সার্ভিস আইন প্রণয়নসহ সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

উল্লেখিত রূপরেখাসমূহ একটি ধারণা মাত্র। এর বাইরে আরো অনেক বিষয় রয়েছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি খাতের পৃথকভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার জন্য আগামীতে সরকারের প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক যুগ আগে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিজিটাল পদ্ধতির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, মেশিন লার্নিং, ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, মাইক্রোচিপ ডিজাইনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এর মতো ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। একইসাথে উদ্ভাবনের পথে আমাদের কাজ করতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাবো অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সব ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসার প্রয়োজন হবে। এটি বাস্তবায়নে সরকারের সব সেক্টর জড়িত থাকবে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারাও এগিয়ে আসবে। এই বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ডাটা নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সার্ভিস আইনসহ সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপসমূহ নেয়ার প্রয়োজন হবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার পাইলটিং কার্যক্রম

সরকারের 'এটুআই' প্রকল্পের আওতায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার পাইলটিং এর কাজ শুরু হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন অংশীজনের সহায়তায় 'স্মার্ট ভিলেজ' কনসেপ্টের পাইলটিং করা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায়। একইসাথে 'স্মার্ট সিটি' এর পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে বুয়েটে। 'স্মার্ট অফিস' ধারণায় যেখানে সকল নাগরিক সেবা পাবে অনলাইনের মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে গাজীপুর জেলা এবং বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায়। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার পাইলটিং কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম, শহর, অফিস সবই স্মার্ট হবে।

ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর এবং বেসরকারী পর্যায়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

শিশুদের চোখে সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন 'স্মার্ট বাংলাদেশ'

১. আজকের শিশুরাই হবে আগামীর 'স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট জনগোষ্ঠী'। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে স্মার্ট নাগরিকের প্রয়োজনে আমাদের শিশুদেরকে মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, শরীরচর্চা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুদের পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২. শিশুদের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নৈতিকভাবে বড় করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে নৈতিকতার মানদণ্ডে পরিচালনা করতে হবে।

৩. শিশুদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় এ ধারণাকে সামনে রেখে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ শিশু বিষয়ক প্রণীত নীতি ও আইন অনুসারে কাজ করছে।

৪. শিশুদের হাতে স্মার্ট ফোন দিলেই শিশুরা স্মার্ট হবে না, বরং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের ইতিবাচক দিকগুলো শিশুদেরকে শিখাতে হবে। এক্ষেত্রে 'শিশু দিবস' পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শিশু বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কিভাবে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায় তার স্বপ্ন শিশুদেরকে দেখাতে হবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও 'স্মার্ট পদক্ষেপ' এর প্রাসঙ্গিকতা

পদক্ষেপ ব্রাণ্ডিং এর কাজ শেষ হয়েছে এবং তার বাস্তবায়ন চলমান আছে। আমরা বর্তমানে ডিজিটাল পদক্ষেপ গড়ার রূপান্তর ও বাস্তবায়নের মধ্যে আছি। আগামীতে সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমের সাথে সংস্থার কার্যক্রমকে সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ডিজিটাল পদক্ষেপ থেকে স্মার্ট পদক্ষেপ এ রূপান্তরের প্রয়োজন হবে। এজন্য আগামীতে স্মার্ট পদক্ষেপ এর কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যাতে করে সংস্থা 'স্মার্ট মাইক্রোফাইন্যান্স' কার্যক্রম বাস্তবায়নে পাইওনিয়ার হতে পারে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রতিকূলতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

১. বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনসংখ্যার সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল ডাটা বেইজ তৈরী করা। এই কাজটিই হবে সবচেয়ে কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ।

২. 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি শিক্ষা ও ব্যবহারে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা।

৩. 'স্মার্ট বাংলাদেশের' দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নতুন ডাটা সেন্টার খোলার মতো বৃহৎ আকারের প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

৪. গুরুত্বপূর্ণ ডাটা সেন্টারগুলো সাইবার অপরাধী ও হ্যাকারদের হাত থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একই সাথে স্মার্ট হওয়ার যাত্রাপথে নাগরিকের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার বিষয়টির ক্ষেত্রে আপোষহীন থাকা।

৫. 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার মতো বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক সংকুলান অব্যাহত রাখা।

উপসংহার

আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশ একটি রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, যোগাযোগ ও ব্যবসা বানিজ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরের ছোঁয়া লাগবে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের তাল মেলাতে ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হলে বাংলাদেশকে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। প্রতিটি ছেলে মেয়েকে প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। আমাদের পুরো জনগোষ্ঠীই হবে প্রযুক্তি জ্ঞানে স্মার্ট, বিশ্ব থেকে আমরা পিছিয়ে থাকবো না। আমাদের জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের গতিকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নত ও সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু

শ্রীনন্দন বর্মন
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সিলেট সদর ব্রাঞ্চ।

হে শ্রেষ্ঠ বাঙালি রেখেছিলে কালজয়ী অবদান,
তোমার শতবর্ষে বিশ্ব দিচ্ছে তোমাকে বিরল সম্মান।
হিমালয় তুল্য তুমি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান,
তুমি শুধু মহানায়কই নও, তুমি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান।
তুমি ক্ষণজন্মা, তুমি চিরন্তন তুমি চিরঞ্জীব,
বাঙালির অবিনাশী চেতনায় লেখা তুমি শেখ মুজিব।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হে জাতির পিতা,
তোমার জন্যেই পেয়েছি মোরা প্রাণের স্বাধীনতা।
তুমি না হলে বাংলাদেশ হতোনা হে প্রিয় নেতা,
তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সুতোই গাঁথা।
মুক্ত আকাশ সূর্যের মতো দীপ্তি ছড়াও সেই তুমি,
তোমার জন্মে ধন্য আমরা ধন্য এই মাতৃভূমি।

যুগান্তরের নায়ক

শাওন মিয়া
কমিউনিটি ম্যানেজার, দাসেরবাজার ব্রাঞ্চ।

বাংলা মায়ের কোল জুড়ে তুমি যখন এসেছিলে নীড়ে
অনাধিকার অসাম্য বর্বরতা ছিল তখন সর্বত্র জুড়ে।
দেশের জন্য তোমার যৌবনকাল কেটেছে কারাগারে,
অধিকার আদায়ে নেমেছিলে রাজপথে বারে বারে।
আন্দোলন সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছো সম্মুখ ভাগে,
শিখিয়েছো মোদের সফলতা আসে ত্যাগে।
তোমার মুখে স্বাধীনতার ডাক শুনে,
কোটি বাঙ্গালী লড়েছে প্রাণ পনে।
মুজিব নামেই বিশ্ব মাঝে বীরের পরিচয়,
রক্ত দিয়ে আদায় করা বাংলাদেশের জয়।

জয় বাংলা

মোজাম্মেল আহমেদ
কমিউনিটি ম্যানেজার, দাসেরবাজার ব্রাঞ্চ।

অপেক্ষায় গোটা বাঙ্গালী জাতি,
ভাষণ দিবেন বাংলার স্থপতি।
লোকে লোকারণ্য রেসকোর্স ময়দান,
দিতে হবে দোসরদের অত্যাচারের প্রতিদান।
অনেক করেছো শোষণ বাঞ্চনা,
বাঙ্গালী আর বসে রবে না।
বজ্র কণ্ঠে দিলেন ঘোষণা,
বাঙ্গালী খুঁজে পেল মুক্তির নিশানা।
রক্তে উঠেছে জোয়ার,
লাখো কণ্ঠে বেজে উঠলো জয় বাংলা হুঙ্কার।

বাংলার বুকে বঙ্গবন্ধু

অনামিকা দাস
কমিউনিটি ম্যানেজার, দাসেরবাজার ব্রাঞ্চ।

বাংলার বুকে আকাশ বাতাস থাকবে যত দিন
শেখ মুজিবুর বাংলার বুকে থাকবে ততোদিন।
হয়তো তুমি হারিয়ে গেছো অনেক লোকের ভীড়ে,
হাজার বছর পরেও তুমি রবে এই বাংলার নীড়ে।
জাগিয়ে তুলেছিলে তুমি বাঙ্গালীর ঘুমন্ত সত্তা,
তোমার জন্যে বুঝেছিল জাতি বাংলা মায়ের মমতা।
কোটি বাঙ্গালীকে জাগ্রত করে ছিনিয়ে এনেছো স্বাধীনতা,
এ জাতি আর মানবেনা কখনও কারোর পরাধীনতা।

আত্মত্যাগ

তনুশ্রী সরকার
কমিউনিটি ম্যানেজার, দাসেরবাজার ব্রাঞ্চ।

বঙ্গবন্ধু'র নেই কোন তুলনা,
মনে ছিলো তার দেশ স্বাধীণের ভাবনা।
দেশের মানুষকে তিনি ভালোবেসে করেছিলেন আপন,
গরিবের কষ্ট দেখে কাঁদত যে তার মন।
বঙ্গবন্ধু তুমি যে মহান,
সব কিছুতে তোমারই অবদান।
জনমানবের তরে তুমি,
গড়েছ এ জন্মভূমি।
তুমিই জাতির পিতা,
তোমার জন্য পেয়েছি মোরা মহান স্বাধীনতা।

জাতির পিতা

ইমরান আহমদ
কমিউনিটি ম্যানেজার, দাসেরবাজার ব্রাঞ্চ।

জন্ম দিয়েছো তুমি দেশটারে,
বুকের রক্ত উজাড় করে।
দিশেহারা জাতিকে দিয়েছ দিশা,
বুকে ছিল তোমার অফুরন্ত ভালবাসা।
নিজেকে কেবল দিয়েছো বিলিয়ে,
দেশের মাটি নিতে দাওনি ছিনিয়ে।
বুলেটের সামনে হয়েছো ঢাল,
পাকবাহিনীকে করেছ নাজেহাল।
রাজপথ আর কারাগারে,
জীবনটা দিয়েছো পার করে।
সঠিক ছিল তোমার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব,
কখনো ভাঙ্গেনী বাঙ্গালীর ভ্রাতৃত্ব।
শুনে তোমার স্বাধীনতার ঘোষণা,
বাঙালি কেউ আর বসে ছিলনা।
তোমার দেওয়া কথা মতে,
সবাই নিল অস্ত্র হাতে।
নাম রেখেছিলে বাংলাদেশ,
স্বাধীন করলে সর্বশেষ।

তুমি রবে হৃদয়ে

মোঃ জসীম সরদার
কমিউনিটি ম্যানেজার, বোরহানউদ্দিন ব্রাঞ্চ।

মরণেও অমর তুমি
হে বাঙ্গালী জাতির পিতা,
আজ তোমার জন্মদিনে
জানাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
তোমার জন্য ধন্য জাতি
পেয়েছে স্বাধীনতা,
তুমি ভেঙ্গেছো মোদের পরাধীনতা।
কোটি জনতার মনের মন্দিরে,
তুমি আছো ভালবাসার শিখরে।
তুমি জন্মেছিলে বলেই জাতি আজ হয়েছে মুক্ত,
তোমার ডাকে বাঙ্গালী তাই দেখিয়েছিল বীরত্ব।
আজও হৃদয়ে বাজে ঐতিহাসিক ভাষণের সুর,
কবির ভাষায় বলেছিলে তুমি শুনতে কি সুমধুর।
বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই হে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান,
তুমিই মোদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

সেই ছেলেটি

সৈয়দ আব্দুল জলিল
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ছাতক ব্রাঞ্চ।

সেই ছেলেটির কথা আমি
শুনেছি বাবার মুখে,
আমার নয়নে কভু আমি
দেখিনি কখনও তাঁকে।
বাবার মুখে শুনেছি আরও
শুনেছি তাঁর কথা,
দেশের জন্য হৃদয়ে তাঁর
বহন করতো ব্যাথা।
সেই ছেলেটি মা-বাবার
ছিলো আদরের সন্তান,
বাঙ্গালীর জন্য যিনি
জীবন করেছেন দান।
দেশের জনক সেই ছেলেটি
আমাদের শেখ মুজিব,
কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে
তুমি থাকবে চির সজীব।

তুমি চির অমর

মোঃ রুবেল হক
কমিউনিটি ম্যানেজার, পুঠিয়া ব্রাঞ্চ।

বঙ্গবন্ধু তুমি চির অমর,
তুমি কোটি বাঙ্গালীর অন্তর।
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা,
হয়েছি পাগল পারা।
এ বাংলার আকাশ বাতাস,
তোমায় পেয়ে করে উল্লাস।
তুমি মোদের মহান নেতা,
তুমিই বাঙ্গালী জাতির পিতা।

খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু

মোঃ রাশেদুজ্জামান
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, বাঘা ব্রাঞ্চ।

টুঙ্গি পাড়ায় জন্ম তোমার
বাবা-মা আদর করে ডাকতো খোকা,
ছোটবেলা থেকেই ছিলে ডানপিটে
কোন রক্তচক্ষু দেখিয়ে যায়নি তোমায় রুখা।
বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন
আর ছেষট্টির ছয় দফা,
সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচন
অবশেষে একাত্তোরের স্বাধীনতা।
খোকা থেকে হয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু
আমরা পেলাম স্বাধীনতা,
বিশ্ববাসী অবাক চোখে দেখলো
আমাদের খোকার দৃঢ়তা।

সাবাস বাংলাদেশ

সবিতা মিস্ত্রি
সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব), শান্তিগঞ্জ ব্রাঞ্চ।

দাদুর কাছে শুনেছিলাম
বঙ্গবন্ধু'র সুনাম,
টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম তার
খোকা তার আদুরে নাম।
ছোট থেকেই দেশের প্রতি
খোকার ছিলো টান,
বড় হয়ে তিনিই হলেন
বাংলাদেশের প্রাণ।
জন্ম দিলো একটি জাতি
নতুন একটি দেশ,
সারা বিশ্ব অবাক হলো
সাবাস বাংলাদেশ।

১৭ই মার্চের কবিতা

মোঃ মিরাজ হাওলাদার
কমিউনিটি ম্যানেজার, ব্যাংকের হাট ব্রাঞ্চ।

ভোরের পাখি বলল এসে
আজ একটা শুভ দিন,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র শুভ জন্মদিন।
টকটকে লাল গোলাপ নিন,
বন্ধুকে আজ পুষ্পদিন।
বঙ্গ সাগর হাজার নদী,
শাপলা ফোটা ঝিল অবধি।
তাঁর ভাষণকে ভালোবেসে,
ছড়িয়ে গেল বাংলাদেশে।
হাসি খুশি এক মিলন মেলা,
রোদ বৃষ্টি সারাবেলা।
কি আনন্দ নৃত্যকৃত
বাংলাদেশ হোক আলোকিত।

একুশে মুজিব

পূজা মন্ডল
সিনিয়র ব্যাবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার, বগুড়া এরিয়া।

১৯৪৭ সাল, সেই থেকেই শুরু
মনে পড়ে বায়ন্নোর আন্দোলন
আজকের একুশে ফেব্রুয়ারি,
মুজিব তোমারই জন্য
বাংলাতে কথা বলি।
কতো ত্যাগ, কতো কষ্ট
কতো বার গিয়েছো কারাগারে,
কে বা বলতে পারে
শুধু বাংলা ভাষারই জন্যে
তুমি ছিলে কখনো সামনে
কখনো বা পিছনে
কখনো বা পাকীদের শ্রীঘরে।
তোমারি অবদান ছিলো সবখানে
বাঙ্গালী কি তা ভুলতে পারে,
একুশ তোমার, স্বাধীনতা তোমার
যতবার একুশ আসে স্বাধীনতা আসে
মনে পড়ে সেই কষ্টের ব্যাথা মোদের অন্তরে।
চোখের পাতায় ভেসে উঠে বিষন্নতা
বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলন
ঘরে কী আর বসে থাকা যায়,
১০ মার্চ চলে এলে ঢাকায়।
ঘন্টা খানেক পরেই
শুরু হবে হরতাল আন্দোলন,
সামনে থেকে দিলে তার সমর্থন।
আটক করলো পুলিশ
মুজিবকে কি আর দমে রাখা যায়,
নেতা তো নেতাই
তাকে ছাড়া কী করে হয়।
মুক্তির পর আবার শুরু
ভাষা আন্দোলনের ডাক
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই,
১৬ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সমাবেশ
এবার তুমি সভাপতি
ছাত্র, জনতা, কৃষক, মজুর
সবায় একটাই দাবির কথা কয়।
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
হঠাৎ করে এক ঝাঁক বুলেট
কেড়ে নিলো জীবন
রফিক, জব্বার, বরকত শহীদ হলেন,
এক বুক তাজা রক্ত দিয়ে গেলেন।
অবশেষে বাধ্য হয়ে পাকী সরকার এলো এগিয়ে,
আমরা পেলাম বাংলা ভাষা
মায়ের মুখের মিষ্টি কথা
হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে।
ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ একই সুতোই গাঁথা,
এরই ধারাবাহিকতায় পেয়েছি মোরা মহান স্বাধীনতা।

স্বপ্নদ্রষ্টা মহাপুরুষ

সজল চন্দ্র মালাকার
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ভোলা সদর ব্রাঞ্চ।

হে স্বপ্নদ্রষ্টা মহাপুরুষ তুমি জন্মেছিলে বলে
নিপিড়ীত জাতি পেয়েছিলো একটি স্বাধীন দেশ,
তোমার বলিষ্ঠ কণ্ঠধ্বনি বিশ্বময় শিহরিত
ভেঙে দিয়েছে সকল বাঁধা, পাকবাহিনীকে করেছে নিঃশেষ।
হে স্বাধীনতার বরপুত্র গণমানুষের নেতা
তোমার আঙ্গুলের ইশারা আর বজ্রকণ্ঠ শুনে,
ত্যাগ করেছিলো মানুষ তার আপন প্রাণ
রক্তে রঞ্জিত লাল কৃষ্ণচূড়ার মতো
ক্ষত-বিক্ষত তবুও দেখেছিলো
নতুন স্বপ্নের আশায় বীজ বুনে।
তুমি তো এনে দিয়েছিলে রক্ত শ্যামল স্বাধীন পতাকা
এনে দিয়েছো এ বিশ্বের মাঝে সুবিশাল আপন মানচিত্র,
তুমি জন্মেছিলে ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়
জাতি স্মরণ করে বারেবার রক্ত ঝরা আগস্টের চিত্র।
আজো কাঁদে জাতি তোমার শূন্যতায়
তোমার স্বপ্ন পূরণে, তোমার দেখানো পথ ধরে,
এগিয়ে চলেছে এ দেশ, তোমার আদর্শকে ধারণ করে।
অম্লান তুমি রয়েছো প্রতিটি মানুষের মনে
এ মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছো তুমি দূর গগনে।

টুঙ্গি পাড়ার ছেলে

আঃ মান্নান
কমিউনিটি ম্যানেজার, বাঁগআচড়া ব্রাঞ্চ

একটি ছেলে জন্মেছিল টুঙ্গিপাড়ার গ্রামে,
সেই ছেলেকে চিনতো সবাই শেখ মুজিব নামে।
মুজিব হলেন বিশ্বনেতা বীর বাঙ্গালীর জাতির পিতা,
কৃষক শ্রমিক বৃদ্ধ শিশু গরীব দুঃখির মহান নেতা।
বিশ্বজয়ী সেই মানুষটি টুঙ্গীপাড়ার ছেলে,
হাজার বছর খুঁজলে ভবে এমন ছেলে মেলে।
বললে তাঁর গুনের কথা হবে নাকো শেষ,
তার নের্তৃত্বে পেলাম মোরা স্বাধীন বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলা

মোঃ আলমগীর হোসেন
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গদখালী ব্রাঞ্চ।

বাংলার পথে বাংলার মাঠে সবুজ শ্যামল ছবি,
সোনালী রোদে ঝিলমিল করে দূর গগনের রবি।
পূবল হাওয়ায় পাখপাখালির সূরের কুজন ভাসে,
দক্ষিণ কোনে ফুল কাননের ফুলের সুবাস ভাসে।
মাঠ দিগন্তে মিশে গেছে বাংলার শীতল ছায়া,
আজকে আমার হৃদয় জুড়ে অগ্নি কবির মায়া।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার শেখ মুজিব যিনি,
১৭ মার্চে জন্ম নিলেন জাতির জনক তিনি।
দেশটাকে তিনি স্বাধীন করতে জীবন দিলেন হেসে,
যার ডাকেতে বীর বাঙালী বিজয় পেলো শেষে।
শ্রদ্ধা ভরে করছি স্বরণ খোকার শুভ জন্মদিনে,
বাংলাকে তিনি করলেন স্বাধীন রক্ত দিয়ে কিনে।

হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু

মোঃ আব্বাস আলী খান
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, বেতাগী ব্রাঞ্চ।

হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু
তুমি জন্ম না নিলে
আমরা পেতাম না মহান স্বাধীনতা,
হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু
তুমি জন্ম না নিলে
এ জাতী আজীবন থাকতো পরাধীনতা।
হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু
তুমি জন্ম না নিলে
পেতাম না প্রাণের বাংলা ভাষা,
হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু
তুমি জন্ম না নিলে
বাঙ্গালীর মনে জাগতোনা কোন আশা।
তোমার চরণে তোমার স্বরণে
আজীবন জাতী ভরে দিবে ভালবাসায়,
বঙ্গবন্ধু তুমি থাকবে
আমাদের সকলের অন্তরের মনি কোঠায়।

বাংলার শ্রেষ্ট সন্তান

হাবিবুর রহমান
কমিউনিটি ম্যানেজার, পুঠিয়া ব্রাঞ্চ।

মুজিব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান
টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম,
যার জন্যে এই বাংলার মাটি
হয়েছে আজ ধন্য।
নেতা নয়কো, মহান নেতা,
এই বাংলার, জাতির পিতা।
বাঙ্গালীর জাগায় সাহস, জাগায় মনে শক্তি,
মুজিব তুমি জাতির পিতা রইলো শ্রদ্ধাভরা ভক্তি।

মুজিব ছাড়া বাংলা

মোছাঃ ফারহানা আরেফিন
কমিউনিটি ম্যানেজার, বানেশ্বর ব্রাঞ্চ।

মুজিব ছাড়া বাংলা বলো
কেমন করে মানতে পারি,
এক জাতির একটা মুজিব
কোথা থেকে আর আনতে পারি।
সোনার দেশের মাঠে মাঠে ফলে সোনা ধান রাশি রাশি,
ফসলের হাসি দেখে মনে হয় এ যেন শেখ মুজিবের হাসি।
আমরা বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবো এ বাংলায়,
মুক্ত মনে তোমায় করবো স্মরণ আমরা সবাই।
হারিয়ে গেছো অচেনা দেশে আসবে না আর ফিরে,
সে যে মোদের জাতির পিতা ভুলবো না যে তারে।
তুমি বীর বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সন্তান, নও তুমি নিঃস্ব,
চির জাগ্রত তোমার ভাষণ কাঁপিয়ে দিয়েছো বিশ্ব।
মুক্ত আকাশ সূর্যের মতো দীপ্তি ছড়াও সেই তুমি,
তোমার জন্মে ধন্য আমরা ধন্য এই মাতৃভূমি।

রাজনীতির কবি শেখ মুজিব

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার, নারায়নগঞ্জএরিয়া।

টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিল এক রাজনীতির কবি
মনের তুলিতে স্বপ্ন এঁকেছিলেন স্বাধীন বাংলার ছবি।
তার ভাষণে ছন্দ ছিল, কণ্ঠে ছিল জাদু,
তাই ছুটে এসেছিলো অনেকের সাথে বাংলা গায়ের বধু।
তাঁর ছিলো দেশের প্রতি চরম ভালবাসা,
বীর বাঙ্গালী জাতি মোরা মানিনা পরাধীনতা।
স্বাধীন বাংলায় আজও রচিত হয় তোমায় নিয়ে গীতি,
আজও আমাদের হৃদয় কাঁদে চোখে ভাসে স্মৃতি।
আগস্ট এলে কবিরা সবাই শোকগাঁথা গান বাঁধে,
দেশের মানুষ ঋণী ওগো মুজিবের আত্মত্যাগে।
মুজিব তুমি হৃদয় জুড়ে বাংলা মায়ের কোলে,
তোমার নাম স্বরণ করে বিশ্বভূবন দোলে।
বাংলা মায়ের মহান নেতা,
স্বরণ করে বাঙ্গালী জনতা।
তাইতো তুমি জাতির পিতা স্বীকৃত জনতার,
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু এ বাংলার।

মুক্তি সেনা

মোঃ নুরুজ্জামান
কমিউনিটি ম্যানেজার, হাসাড়া ব্রাঞ্চ।

মুক্তির দিশারী হয়ে জন্মেছিলে এই দেশে,
তোমার মূল্য দিতে পারিনি এ অভাগা বাংলাদেশে।
স্বাধীনতার কাণ্ডারী হয়ে দেখিয়েছো যাদের পথ,
স্বার্থের টানে তারাই আজ করেছে জোট রথ।
অবশেষে আগষ্টে রাতের আঁধারে করল তোমায় খুন,
ভেঙ্গে চুরে গেল যেন বাংলার সাত কোটি মানুষের মন।
ঘাতক হলো দেশের রাজা করলো দেশ শাসন,
পিছিয়ে গেল বাঙ্গালী জাতি হাজার বছরের মতন।
বেঁচে গিয়েছিল তোমার কন্যা সেই কালোরাত্রি থেকে,
আজ দেশটাকে এগিয়ে নিচ্ছে বাঙ্গালিকে ভালো রেখে।
ভুলেনি তোমায় বাংলার মানুষ কোনদিনও ভুলবেনা,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গলী তুমি, তুমিই মুক্তি সেনা।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

মো: নজরুল ইসলাম
সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার, মুন্সিগঞ্জ এরিয়া।

আমি বাংলার বিবেকের কথা বলছি,
আমি ত্রিশলক্ষ শহিদের কথা বলছি।
শত জনমের ভার নিয়ে আমি একা চলছি,
আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা বলছি।
দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির কথা বলছি,
১৫ই আগাষ্টের কালো রাত্রির কথা বলছি।
বায়ান্নোর রাজপথের রাষ্ট্র ভাষার কথা বলছি,
সকলকে না নিয়ে যদি আমরা করি উন্নয়ন,
তাহলে হবে না বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন পূরণ।

বাংলার সন্তান শেখ মুজিব

মোসাঃ সেলিনা বেগম
কমিউনিটি ম্যানেজার, দশমিনা ব্রাঞ্চ।

আমি বাংলার সেই দামাল ছেলের কথা বলবো,
বাংলার মাটির টান যাকে আকড়ে ধরেছিল।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা যার হাসিতে ঢেউ খেলেছিল,
বাংলার তরুলতা বিন্দুকণা যাকে ভালোবেসে
তাঁর চোখে বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখেছিল।
আমি বলছি সেই অবিসংবাদিত নেতার কথা
যার শরীরের প্রতিটা রক্তকণা গেয়েছিল বাংলার জয়গান,
যাকে ভালোবেসে অকুতোভয় ছেলেরা দিয়েছিল প্রাণ।
আজও বাংলার আকাশে বাতাসে শুনি সেই ধ্বনি,
রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।
বঙ্গবন্ধু তুমি কোন কালের নও
তুমি যেন কাল থেকে কালান্তরের,
যুগ থেকে যুগান্তরের, দেশ থেকে দেশান্তরের।
তুমি বাংলা মায়ের মুখের হাসি
বোনের কপালের রাজটিপ।
তুমি বাংলার আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্র।
তোমার ত্যাগে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মাঝে রঙ্গিন,
তুমি অমর, তুমি বাঙ্গালীর হৃদয়ে থাকবে চিরদিন।

তুমি জন্মেছো বলে

আতাউর রহমান
কমিউনিটি ম্যানেজার, ব্যাংকের হাট ব্রাঞ্চ।

তুমি জন্মেছিলে বলে
শুনতে পেয়েছি ৭ই মার্চের দীপ্ত ভাষণ,
তুমি জন্মেছিলে বলে
বাঙ্গালী পেয়েছে বিশ্ব মাঝে মর্যদার আসন।
তুমি জন্মেছিলে বলে
শক্তি পেয়েছিলো মহান ৭১ এর যুদ্ধ,
তুমি জন্মেছিলে বলে
আমরা পেয়েছি ভোরের লাল সূর্য।
তুমি জন্মেছিলে বলে,
জন্ম হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশ,
তুমি জন্মেছিলে বলে,
বিশ্ব দেখেছে বীর বাঙ্গালীর সাহস।
তুমি জন্মেছিলে বলে
আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার স্বাদ,
তুমি জন্মেছিলে বলে
এ জাতি ভেঙ্গেছিলো পরাধীনতার বাঁধ।
তুমি জন্মেছিলে বলে
পিতা তোমার আরেক নাম স্বাধীন বাংলাদেশ,
তুমি জন্মেছিলে বলে
এ দেশ থাকবে যতদিন ততোদিন থাকবে তোমার রেশ।
ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম হয়ে রবে অম্লান,
বাঙালি জাতি জানাবে তোমাকে চিরদিন সম্মান।

পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১০৯

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মার্চ ২০২২

উদ্ভাবনী ও সম্ভাবনার এক নাম আরিফের জনপ্রিয় 'ঘুড়ি সাবান'

রংপুরের মাহিগঞ্জের মো: আবুল বাশার ও মোছা: আয়শা বেগম এর তিন সন্তানের বড় ছেলে মোঃ আরিফুল ইসলাম। ছোট বেলা থেকেই আরিফুলের ব্যবসার প্রতি ঝোঁক ছিল। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করে কিছু সমস্যার কারণে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকুরি শুরু করে সে। কিন্তু চাকুরির চেয়ে ব্যবসার প্রতি তার আগ্রহ বেশী থাকার কারণে চাকুরিতে সে স্থির হতে পারছিলো না। সে ব্যবসার কথা এত বেশি ভাবতো যে তার মনে হতো যতোকিছুই হয়ে যাক ছোটবেলার ইচ্ছেটা মরে যাবে সেটি সে কখনও মেনে নিতে পারছিলো না। তাই এক সময় সে চাকরির পাশাপাশি ছোট-খাটো ব্যবসা শুরু করে এবং নিজের ইচ্ছাটাকে লালন করতে থাকে। যখন সে ভাবছিলো কিভাবে কোন ব্যবসা শুরু করা যায় তখন সেই সময় কেয়া কসমেটিকস কোম্পানির এক স্টাফের সাথে পরিচয় হয় আরিফুলের। তারই পরামর্শে ২০১৮ সাল থেকে স্বল্প পুঁজি দিয়ে 'প্রাইড কসমেটিকস এন্ড কোম্পানী' নামে ব্যক্তিগত ব্যবসার যাত্রা শুরু করে আরিফুল। সেই থেকে স্বল্প পরিসরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলো সে। এর ঠিক একবছর পর ২০১৯ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ৫ লক্ষ টাকা জোগাড় করে 'ঘুড়ি সাবান' ফ্যাক্টরি দিয়ে ভালোভাবে ব্যবসা শুরু করে এবং এ থেকে ভালো আয়ও আসতে থাকে তার। এরপর শুরু হয় করোনা মহামারি। এ সময় অনেকের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আরিফুলের ক্ষেত্রে ঘটে বিপরীত ঘটনা। সেই সময় সরকারি বেসরকারী পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপক প্রচারণার কারণে সাবানের চাহিদা বাড়তে থাকে। আর সে জন্যে তার সাবানের ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। আর এভাবেই আরিফুলের সাবান ফ্যাক্টরির সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে তার কোম্পানীতে স্থায়ীভাবে ১৪ জন কর্মচারী কর্মরত আছে যার মধ্যে ৯ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা।

আরিফুলের সাবান ফ্যাক্টরি অন্যান্য ফ্যাক্টরি থেকে কিছুটা ভিন্ন। কারণ সে মুলত পোড়া তেল ব্যবহার করে সাবান তৈরি করে। এর প্রধান কারণ, পোড়া তেল সাশ্রয়ী এবং পামওয়েল থেকে এ তেলের দামও বেশ কম এবং সাবান বানানোর ক্ষেত্রে তেল দু'টি একই কাজ করে। এক্ষেত্রে সাবানের গুণগত মানেরও তেমন কোন তফাৎ নেই। এছাড়া পোড়া তেল সাবান তৈরীতে ব্যবহারের কারণে এ তেলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় হোটেল রেস্টুরেন্টে একই তেল বারবার ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে। কারণ পোড়া তেল তারা সাবান ফ্যাক্টরি'র কাছে ভালো দামে বিক্রি করতে পারছে। এতে করে ঐ সমস্ত হোটেল রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়ে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা পাবে।

আরিফুলের এই ব্যবসায় প্রধান সমস্যা ছিলো চাহিদা মোতাবেক পোড়া তেল সংগ্রহ করতে না পারা। বিশেষ করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য হোটেল/রেস্টুরেন্টগুলোর পোড়া তেলের উপর নির্ভর করতে হয় আরিফুলের। আবার আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হতে না পারলে উৎপাদন কমে যাবে এবং বাজারে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই সব মিলিয়ে খানিকটা দু:চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল আরিফুলের। এরইমধ্যে পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর উপ-প্রকল্প 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' প্রকল্পের একজন কর্মকর্তার সাথে আরিফুলের পরিচয় হয়। প্রকল্পটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে এবং রংপুর সদর ও সিও বাজার এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পদক্ষেপ কাজ করছে বলে জানতে পারে সে। প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে এবং সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে অনেকটা দুশ্চিন্তা মুক্ত হয় আরিফুল। কারণ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হলে নিশ্চিন্তে সব হোটেল/রেষ্টুরেন্ট থেকে চাহিদা মোতাবেক পোড়া তেল সংগ্রহ করতে পারবে এবং আধুনিক মেশিন কেনার জন্য ঋণ নিতে পারবে শুনে আরিফুলের দুশ্চিন্তার অবসান হয়।

পরে আরিফুল উক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন ইনস্টলেশনের জন্য প্রকল্পের সাধারণ সেবার আওতায় আবেদনের মাধ্যমে গত ১৯ মে ২০২২ তারিখে ১১ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করে। যা দিয়ে সে মেশিন ক্রয় ও ব্যবসার উন্নয়নে ব্যয় করে। ফলে তার আগের চেয়ে পণ্যের গুণগত মান ও পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশেই বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে পদক্ষেপ উক্ত প্রকল্প ও আরিফুলের ঘুড়ি সাবান ফ্যাক্টরির নাম উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই এখন এক নামে 'ঘুড়ি' সাবান সম্পর্কে জানে। তাছাড়া প্রজেক্টের পক্ষ থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সে সব ধরনের বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারছে এবং তার কর্ম পরিবেশ সুন্দর রাখতে পারছে। আরিফুল পদক্ষেপ'সহ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, পদক্ষেপ এর সহযোগিতায় আজ আমি একজন সফল ও সার্থক উদ্যোক্তা হতে পেরেছি যা এলাকায় অনেকেই অনুসরণ করবে।

নেপাল প্রতিনিধিবৃন্দের পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের ব্রাঞ্চ পরিদর্শন

'আইএনএম' এর সহযোগী সংস্থা ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স এণ্ড ইন্সুরেন্স ইনস্টিটিউট অব নেপাল লি: (বিএফআইএন) এর ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৫ মে ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের ঢাকা জোনের মোহাম্মদপুর এরিয়ার আওতাধীন মোহাম্মদপুর মহিলা ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করেন। ব্রাঞ্চ পরিদর্শন কালে নেপালের প্রতিনিধিবৃন্দ ফুলকলি মহিলা সমিতির সদস্যদেরকে নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভা শেষে তারা ফুলকলি মহিলা সমিতির জয়নব বানু'র গরুর খামার ও বাড়ি মেরামত বিষয়ক আইজিএ সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও প্রতিনিধিবৃন্দ ব্রাঞ্চের স্টাফদের সাথে মতবিনিময় সভা ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় সদস্য ভর্তি ও এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম অপারেশনের উপ-পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মোঃ আবুল বাশার, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপ-পরিচালক ডালিয়া আশরাফ আসমা, ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার মো: রুহুল কুদ্দুস এবং মোহাম্মদপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার'সহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে নেপালের প্রতিনিধিবৃন্দ পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) সেন্টারে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক'সহ বিভিন্ন বিভাগ ও প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেদারল্যান্ড প্রতিনিধিবৃন্দের পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের ব্রাঞ্চ পরিদর্শন

গত ২৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে নেদারল্যান্ডের ৪ সদস্যের একটি দল ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও এর বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ করার জন্য পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যলয়ে একটি সভা করেন। সভায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম'সহ পদক্ষেপ এর চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। তিনি সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন, বাজার সংযোগ ও অর্থায়ন সহযোগিতায় সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পদক্ষেপ এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান তুলে ধরেন। সভা শেষে প্রতিনিধিবৃন্দ ঢাকা জোনের মোহাম্মদপুর এরিয়ার আওতাধীন মোহাম্মদপুর মহিলা ব্রাঞ্চ ও কামরাঙ্গীরচর ব্রাঞ্চের সদস্যদের বিভিন্ন আইজিএ পরিদর্শন করেন। প্রফেসর ড. অংকন সিদ্দিক এর নের্তৃত্বে প্রতিনিধি দলে নেদারল্যান্ডের ইউট্রেচ ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের একজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ যে সমস্ত সদস্যদের আইজিএ পরিদর্শন করেছেন তারমধ্যে, মোহাম্মদপুর মহিলা ব্রাঞ্চের জবা সমিতির সদস্য মেঘলা আক্তার এর মার্বেল পাথর ও টাইলসের কারখানা পরিদর্শন করেন। মেঘলা আক্তার মূলত বিদেশ থেকে মার্বেল পাথর আমদানী করে কেরানীগঞ্জের কারখানায় কাটিং করে বিক্রী করেন। তার বাংলামোটরে নিজস্ব শো-রুম এবং ঝাউচরে ৩টি ফিনিশিং কারখানা ও গোডাউন রয়েছে। মেঘলা আক্তার পদক্ষেপ থেকে ৩য় দফায় ২৫ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করে সফলভাবে উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করছে। অপরদিকে কামরাঙ্গীরচর ব্রাঞ্চের ইছামতি মহিলা সমিতির সদস্য শারমীন আক্তার মুন্নি কাপড়ের ব্যবসা খাতে ৯৮ হাজার টাকা ও আনন্দ পুরুষ সমিতির মোঃ সোহেল হোসেন সুতার ব্যবসা খাতে ১০ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করে সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত সদস্যদের আইজিএ'গুলো পরিদর্শন শেষে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম-পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক'সহ সংস্থার সংশ্লিষ্ট জোন ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী/কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ "প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস" উপ-প্রকল্পের মোহাম্মদপুর এলাকার একটি আইজিএ 'কালাই কুটির' রেস্টুরেন্টটি পরিদর্শন করেন। তারা প্রকল্পের 'গুড প্রাকটিস' এবং 'খাবারের ১২টি গোল্ডেন রুলস' সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড দেখে প্রশংসা করেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে পিপিইপিপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি জেলা নিয়ে হাওরাঞ্চলের অবস্থান। হাওর পাড়ের অধিকাংশ মানুষের জীবিকার অন্যতম উপায় এক ফসলী বোরো জমি। এই একটা মাত্র ফসলকে ঘিরে তাদের সকল কিছু মেটাতে হয়। আবার বর্ষা মৌসুমে বেশিরভাগ হাওর ও ভূমি জলমগ্ন থাকে। তখন অনেকের জীবিকার একমাত্র উপায় মাছ ধরা ও বিক্রি করা। তবে বর্তমানে হাওর ও কৃষক বান্ধব সরকার হাওর তথা কৃষক ও মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি পদক্ষেপ দেশের হাওর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)' প্রকল্পটি ২০২০ সাল থেকে পদক্ষেপ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং হবিগঞ্জ জেলার আজমীরিগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এফসিডিও এর যৌথ অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল মাসে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে 'কিশোর/কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু'র ১০৩ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন', 'মা ও শিশু ফোরাম এবং গ্রাম কমিটিতে বয়সভিত্তিক খাবার নির্বাচন ও খাবার তৈরির আদর্শ প্রণালির প্রদর্শনী', 'অনুকরণীয় বাবা' ক্যাম্পেইন বিষয়ক এবং 'মা ও শিশু ফোরাম' এর সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে সভা ও আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

কিশোর/কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে "বঙ্গবন্ধু'র ১০৩ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস" পালন

পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপজেলায় এ মাসে মোট ৭টি কিশোরী ক্লাব এবং ১টি কিশোর ক্লাব পরিচালনা করা হয়। যাদের মধ্যে নিকলী ইউনিয়নের পাঁচরুখি অপারাজিতা প্রসপারিটি কিশোরী ক্লাব-নিকলী, অন্বেষা প্রসপারিটি কিশোরী ক্লাব-ঘোপদিঘি ও মিঠামইন, ভাতশালা দুরন্ত কিশোরী ক্লাব-কাস্তুল, অষ্টগ্রাম এবং বড়কান্দা উত্তরণ কিশোর ক্লাবগুলোতে গত ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় বাংলাদেশ গঠনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু'র অবদান ও তার দেশের প্রতি ভালবাসা এবং ত্যাগের কথাগুলো তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কিশোর/কিশোরীদের মাধ্যমে ছবি আঁকা, কুইজ প্রতিযোগিতা, দেশাত্মবোধক গান, কবিতা ইত্যাদির আয়োজন ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

'অনুকরণীয় বাবা' ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রয়োজন। গৃহস্থালির কাজ এবং সন্তানের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণ, আয়বর্ধনমুলক কাজে নারী ও পুরুষের ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাসে এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'অনুকরনীয় বাবা' ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভাটি 'পিপিইপিপি' এর উপ-প্রকল্পের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী ইউনিয়নের পাঁচরুখি অপারাজিতা ও অন্বেষা প্রসপারিটি কিশোরী ক্লাবের সদস্য এবং অভিভাবকদের নিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবারে বাবাদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে এবং যারা ইতোমধ্যে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় ভূমিকা রাখছেন তারা আরও অনেক বেশি উৎসাহিত হয়েছেন। এছাড়া অনুকরণীয় বাবাদের অনুকরণ করে আরও অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং এতে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

'মা ও শিশু ফোরাম' এর সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে সভা

'পিপিইপিপি' প্রকল্পের নিকলী এবং মিঠামইন উপ-প্রকল্প ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী ইউনিয়নের কুর্শা নয়াহাটিতে এবং ঘাগড়া ইউনিয়নে ভরা সুর্যের হাসিতে 'মা ও শিশু ফোরাম' এর সদস্য এবং অভিভাবকদের মাঝে জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, 'পরিবার ও সমাজের জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা'। প্রকল্পভুক্ত খানার জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় 'মা ও শিশু ফোরামের' সদস্যদের অভিভাবকগন যেমন-স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, বাবা ও মায়েরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রকল্পের পুষ্টি ও সিএনএইচপি এর কারিগরি কর্মকর্তারা অপুষ্টি এবং জেন্ডার বৈষম্যের কারনে অপুষ্টি, গর্ভবতি ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয়, নারীর মতামতে প্রাধান্য দেয়া, ছেলে মেয়েকে পরিবারে সমানভাবে দেখা ও যত্ন নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সভার মাধ্যমে পরিবারে পুরুষেরা ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবেন, কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে যারা ইতিমধ্যে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় গৃহস্থালির কাজে অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে পাওয়া যাবে।

আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে 'পিপিইপিপি)' প্রকল্পের আওতায় নিকলি ইউনিটের কারপাশা ও সদর ইউনিয়নের ১২ জন অগ্রসরমান সদস্যের জনপ্রতি ২০টি করে মোট ২৪০টি রাজ হাঁসের বাঁচ্চা বিতরণ করা হয়। এ সময় হাঁসের ঘর তৈরি, প্রাথমিক পরিচর্যা ও হাঁসের খাবার নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অষ্টগ্রাম ইউনিটের আদমপুর ও আব্দুল্লাপুর এবং মিঠামইন ইউনিটের ঘোপদীঘি, ঘাগরা ও কেয়ারজোড় ইউনিয়নে "ঘাত সহনশীল/উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ" বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ১০ জন নিঃস্ব অতি দরিদ্র, ৫০ জন অগ্রসরমান অতি দরিদ্র ও ১০ জন প্রাগ্রসরমান সদস্যকে অনুদান হিসেবে ধান শুকানোর নেট প্রদান করা হয়। এছাড়াও শ্রমিক, নিরানী খরচ ও আগাছা দমন ইত্যাদি বাবদ নগদ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এ সময় সার ও অনুখাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং কীটনাশক ব্যবহার'সহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানগুলোর সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ মাহাবুবর রাহমান'সহ জোন ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ।

"আরএমটিপি" এর উপ-প্রকল্পের নিবিড় বায়োফ্লক ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং নিবিড় এ্যাকুয়াপনিক্স পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রদর্শনী স্থাপনে অনুদান প্রদান

এপ্রিল ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর 'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রদর্শনী স্থাপনে নির্বাচিত ১২ জন মৎস্য উদ্যোক্তাকে অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদান হিসেবে জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৬ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

এরমধ্যে নিবিড় 'বায়োফ্লক' পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য চাষে অনুদান প্রাপ্তরা হলেন, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ভুয়ার পাড়া গ্রামের মো: মোস্তাক কামাল, কোটালীপাড়া উপজেলার নাগরা গ্রামের মো: আব্দুল জলিল শেখ এবং ধোড়ার গ্রামের মো: ফরমান আলী মিনা। অপরদিকে 'আধা-নিবিড়' পদ্ধতিতে ক্যাটফিশ, পাবদা, গুলশা ও টেংরা মাছের নিরাপদ চাষে অনুদান প্রাপ্তরা হলেন, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রামের মোঃ ওবায়দুল্লাহ ও রঘুনাথপুর মধ্যপাড়া গ্রামের শুভ্র বিশ্বাস; কোটালীপাড়া উপজেলার জামিলা গ্রামের জুয়েল বিশ্বাস, চকপুকুরিয়া গ্রামের পরেশ রায় ও সুমন মজুমদার; টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গুয়াধানা গ্রামের সুজিত মন্ডল; কাশিয়ানী উপজেলার তারাইল গ্রামের মো: কাজী জসীম আহাম্মেদ এবং মুকসুদপুর উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মো: তৌহিদুল।

এছাড়া 'নিবিড় এ্যাকুয়াপনিক্স' পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপনে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ব্যাংপাড়া গ্রামের মাহবুবা রহমান রিমাকে নির্বাচিত করে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত অনুদানের টাকা দিয়ে তারা 'নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক' প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রদর্শনী স্থাপনে প্রয়োজনীয় উপকরণ'সহ মাছের পোনা, খাদ্য, পানির ট্যাংক, প্রোবায়োটিক, ছোট এরেটর, ইমহফকোন, ব্লুনেট, পানির গুণাগুণ মাপার যন্ত্র, ব্যানার তৈরী'সহ ইত্যাদি ক্রয় করবেন।

উল্লেখ্য, 'নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক' প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রদর্শনী স্থাপনে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ক্রয়ে প্রকল্পের ভিসিএফ উপস্থিত থেকে মৎস্য চাষীদেরকে সার্বিকভাবে সহায়তা করবেন। উক্ত অনুদান প্রাপ্তরা প্রকল্প চলাকালীন পর্যন্ত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি না হওয়া সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার ও ব্রাঞ্চ অফিসার (হিসাব) এবং আরএমটিপি প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সংস্থার আরএমটিপি প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া। উক্ত কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এলাকায় সাড়া ফেলবে এবং অনেক মৎস্যচাষী উক্ত পদ্ধতিগুলোতে মাছ চাষে উৎসাহিত হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

পদক্ষেপ এর RAISE প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

সরকার দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে এসএমইকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে এসএমই আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কম পুঁজি নির্ভর। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ বেশি। তাই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কুঠির, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আবার বৈশিক মহামারি কোভিড এর কারণে দেশের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খাত হলো এটি। এ খাতে কর্মরত অধিকাংশই তরুণ-তরুণী অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ, যার ফলে তারা কাঙ্খিত মজুরী এবং শোভন কাজ হতে বঞ্চিত। ছোট উদ্যোগকে লো-লেভেল টেকনোলজি ট্রাপ ও তরুণ-তরুণীদেরকে স্বল্প মজুরি চক্র হতে বের করে নিয়ে আসা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য 'রেইস' একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি।

কোভিড সংকট মোকাবেলায় এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ৭০টি সংস্থা সমগ্র দেশের শহর উপ-শহর এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি "রিকভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন এবং পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন ও নিম্ন আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা'। উক্ত প্রকল্পে পদক্ষেপ ১০টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি বাঞ্চে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে এপ্রিল মাসে প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

প্রকল্পের মূল্যায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর আলোচনা সভা

গত ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে 'রেইজ' প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর রেইজ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক ফাইজুল তারিক চৌধুরী ও সহকারী হিসাব কর্মকর্তা আতিকুর রহমান এবং পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম-পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক তারিকুল ইসলাম, ঢাকা জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ রুহুল কুদ্দুস, মোহাম্মদপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সানাউল কবির, প্রকল্প সমন্বয়কারী ফাহমিদা বেগম, স্কীল ও এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট লাইফ প্রোগ্রাম অফিসার রওশন আরা শিমু, কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার মাযহারুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক অফিসার লুৎফুন্নাহার লুবনা প্রমুখ।

প্রকল্পের "কমিউনিটি আউটরিচ" প্রোগ্রাম

এ মাসে 'রেইজ প্রকল্পের' আওতায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ২টি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও "অগ্রসর রেইজ" ঋণ প্রদান বিষয়ে এবং তাদের কাছে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির তথ্য পৌঁছে দিতে ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণে তাদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইফটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ'সহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী ও পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য কর্মসূচী যেমন-অগ্রসর. বুনিয়াদ, জাগরণ ইত্যাদির আওতায় যে সকল উপকারভোগী রয়েছে তাদের অংশগ্রহণে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

"ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দেশের তরুণদের মধ্যে অধিকাংশই অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ যার ফলে তারা কাঙ্খিত মজুরী এবং শোভন কাজ হতে বঞ্চিত। ছোট উদ্যোগকে নিম্ন স্তরের প্রযুক্তি বিপর্যয় ও তরুণদেরকে স্বল্প মজুরি চক্র হতে বের করে নিয়ে আসা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ 'রেইজ' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শহর উপ-শহর এলাকার তরুণদের জীবন-দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সমৃদ্ধ কারিগরি দক্ষতাও প্রদান করছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত তরুণদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে যা সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মে ২০২৩ মাসে প্রকল্পের নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের 'শিক্ষানবিশ' কার্যক্রম

পদক্ষেপ এর 'রেইজ' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শহর উপ-শহর এলাকার তরুণদের জীবন-দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সমৃদ্ধ কারিগরি দক্ষতাও প্রদান করছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত তরুণদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে যা সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আদাবর, মিরপুর ও মৌচাক এই ৩টি কর্মএলাকায় প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৭০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাস-ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডগুলো হলো- ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, কার্পেনট্রি ইত্যাদি।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত বেকার তরুণ-তরুণীদের উপর্যুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর (মাস্টার ক্রাফট-পার্সন) এর অধীনে গুরু-শিষ্য/শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে ৬ মাসব্যাপী কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গত ১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণটি আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো, দক্ষ ওস্তাদ নির্বাচনের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পের আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণীদেরকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান; শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; আত্নকর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা।

"পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের" 'ট্রেনিং অন অনলাইন মার্কেটিং' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২৭ এপ্রিল রংপরে এবং ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে দিনাজপুরে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" এর আওতায় 'পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প' উপ-প্রকল্পের "ট্রেনিং অন অনলাইন মার্কেটিং" এর উপর ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য যেন সহজে অনলাইন মার্কেটে বিক্রয় করতে পারে সেজন্য সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক পেজ খুলতে সহায়তা করা, ক্যানভা দিয়ে পোস্ট ডিজাইন, কন্টেন্ট সাজানো, পোস্ট করা, বিজ্ঞাপন দেয়া, ক্যাম্পেইন করা, অডিয়েন্স বাছাই, পোস্ট বুস্ট ইত্যাদির উপর দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এছাড়া অনলাইনে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজের সাথে উদ্যোক্তাদের সেলার অন্তর্ভুক্তকরণের জন্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়"।

প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ ইরফানুল বারী পরিচিতি ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি উদ্যোক্তাদেরকে টেকসই উন্নয়নের জন্য 'পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসারে' পণ্য বিপননের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবেশগত সার্বিক সাহায্য সহযোগিতায় পদক্ষেপ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান।

প্রশিক্ষণে দারাজ প্রতিনিধি উদ্যোক্তাদেরকে অনলাইনে মার্কেটিং এবং দারাজে সেলার হিসেবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি দারাজে সেলার হিসেবে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য দারাজের শর্তাবলী ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ করে একজন উদ্যোক্তা দারাজের সেলার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য কী করণীয় এবং হস্তশিল্পের পণ্য দারাজের সেলার পয়েন্টে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনা খরচে কিভাবে তাদের পণ্য বিক্রয় ও পণ্যের ব্রান্ডিং এর সুযোগ পাবেন সে বিষয়ে জানান। তিনি এ ধরনের প্রশিক্ষণ অয়োজনের জন্য পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, এমন অনেক উদ্যোক্তা আছেন যারা তাদের পণ্য কোথায় বিক্রি করবে এবং অনলাইনে পণ্য বিক্রয়ের সিস্টেম সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। এ সকল সমস্যা দূর করার জন্য মূলত এধরণের প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং এতে সকলের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৮১ জন

এপ্রিল ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ৭৫ জন এবং প্রধান কার্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ৫ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহিঃসংস্থা সিডিএফ কর্তৃক আয়োজিত সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে ১ জনকে মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ'সহ এ মাসে সর্বমোট ৮১ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৪৫২ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ'সহ ৭টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৪৫২ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি সভা ও ২টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করেছে।

এপ্রিল মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৩৭৬টি

এপ্রিল ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩৭৬ জন গ্রাহককে ১.৯৯ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৮,৪৯৩ জন গ্রাহককে ৫০৮.৯৫ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এপ্রিল মাসে ১৬৩ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

এপ্রিল ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের 'লীপ' প্রোগ্রামে সহকারী পরিচালক পদে ১ জন ও সিকিউরিটি গার্ড পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি 'আরএমটিপি' প্রকল্পে গোপালগঞ্জ সদরে এভিসিএফ পদে ১ জন, 'পিপিইএস' এর প্রমিজ ফার্মেসীতে সেলসম্যান পদে ১ জন, 'UPHCSDP-II' প্রকল্পের নেত্রকোনাতে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে ফিজিসিয়ান স্পেসিয়ালিস্ট পদে ১ জন, পিপিইপিপি প্রকল্পের দাসপাড়া, সিংপুর, কারপাশা, গুরুই, ঘোপদিঘী ও ছাতিরচর ইউনিয়নে সিএনএইচপি পদে ৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া অফিস সহকারী পদে চাঁদপুর এরিয়া অফিসে ১ জন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সিএম-১ ও সিএম-২ পদে ঢাকা জোনে ৪ জন, বরিশাল জোনে ১৪ জন, দিনাজপুর জোনে ২ জন, যশোর জোনে ৭ জন, কুমিল্লা জোনে ৪৬ জন, রাজশাহী জোনে ৩৩ জন এবং বি-বাড়িয়া জোনে ৪৪ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

এপ্রিল ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ৪২ জন কর্মীকে ৫৫,১৮,৮৫৯/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪৩ জন কর্মীকে ১,৭৮,৯০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৫১ জনকে ১৯,৭০,৯৭২/- টাকা প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে ১৪ জনকে ২,৭৭,১৫০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স : ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org